দৈনিক ইনকিলাব

047

তারিখ 18 SEP 1986
পৃষ্ঠা 8 কলাম 3

শিক্ষক প্রতিনিধিদের সভায় ধর্মমন্ত্রী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হওয়ার পর বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা দীর্ঘদিন যাবত মাথাপিছু ৭৫ থেকে ১০০ টাকা পর্যন্ত অনুদান পান। দেশের অন্যান্য পেশাজীবীদের তুলনায় 'জাতির মেরুদণ্ড' শিক্ষক সমাজের এ দুরবস্থার কথা চিন্তা করে আমরা শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নামে আপামর শিক্ষকের একটি ঐক্যবদ্ধ 'প্লাট ফরম' গড়ে তুলি।

মাওলানা মান্নান বলেন, আমাদের এ ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের প্রেক্ষিতে সরকার ১৯৮০ সালের আগ পর্যন্ত বেসরকারী শিক্ষকদের অনুদান বাবদ বছরে ১০ কোটি টাকারও বেশী ব্যয় করতে বাধ্য হন। তিনি জানান, এ খাতে সরকার ১৯৮০ সালে ৫৯ কোটি টাকা, ১৯৮২ সালে ১শ' ৫০ কোটি টাকা ব্যয় করেন এবং বর্তমানে ২শ' ৩২ কোটি টাকা ব্যয় করছেন।

তিনি বেসরকারী শিক্ষকদের জন্য প্রেসিডেন্ট এরশাদ প্রতিশ্রুত ৭০ ভাগ অনুদানের কথা উল্লেখ করে বলেন, এ জন্য আরো প্রায় ২৫ কোটি টাকা লাগবে। তবে, তিনি এ ব্যাপারে শিক্ষকদের 'সময়োচিত ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত' গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, বর্তমান সরকার শিক্ষকদের সমাজের সর্বোচ্চ আসনে বসাতে চান এবং সে কারণেই প্রেসিডেন্ট এরশাদের সরকার তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে সচেতন ও সহানুভূতিশীল।

শিক্ষক নেতা আলহাজ মাওলানা এম, এ, মান্নান সরকারী স্কুল ও কলেজে শিক্ষকদের বিভিন্ন স্তরের মধ্যেকার বেতন বৈষম্য, টাইমস্কেল সংক্রান্ত জটিলতা ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীসহ সকল স্তরের শিক্ষকের দাবী-দাওয়ার ব্যাপারে বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন এবং শিক্ষাঙ্গনকে রাজনীতি ও দুর্নীতিমুক্ত রাখার আহবান জানান।

সভায় ১৪ অক্টোবরের মধ্যে ঢাকায় দেশের শিক্ষকদের এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন নেতৃবৃন্দের প্রতি আহবান জানানো হয়।